ক’টি কবিতা ও একলব্য

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

BANGLADARSHAN.COM

আমার ভালবাসা

আমার দিনমান আপনমনে শুধু মনের পথ হাঁটা
আমার সারা রাত মনের তারাভরা আকাশে তারা গোণা
এমনই লোকে লোকারণ্য সংসার, আমি ছিলাম একা
ঘরের কোণে ছিল একটি মুখ সে-ই আমার ভালবাসা।

মনের অন্দরে বন্দী পাখী ও-যে থাকত চোখে চোখে
নিজেকে ঠুকরিয়ে নিজেকে নিয়ে বড় ব্যস্ত–মুখে মুখে
গোপন জানাজানি আমাতে-ওতে শুধু, শুধু আমাতে-ওতে
ঘোমটাটানা মুখ ঘরের কোণে সে-ই আমার ভালবাসা।

সূর্য বারবার দিল যে-হানা; দিন দগ্ধ পথরেখা
হৃদয় ফেরি করে ফিরেছে দোরে রাত উতল তারাহারা,
আকাশ ফিরে গেল বাতাস হাহাকার হেঁকেছে এস এস
ঘরের কোণে মুখ লুকিয়ে তবু সে-ই আমার ভালবাসা।

BANGLADARSHAN.COM

আজ কি হাহাকার হাজার হাতে তার ভাঙল খিল–আসে
প্রবল কলরব বন্যা বাঁধভাঙা বাহির ঘরে আসে
হাসির হল্‌কায় দম্‌কা অভিমানে হাওয়ায় দিশাহারা
ঘোমটা খসে গেছে তুলেছে মুখ সে-ই আমার ভালবাসা।

আ মরি! আজ বুঝি সারাটা সংসার মুখেরই সমারোহ
যেদিকে চাই মুখ স্নিগ্ধ ধারাস্নান মুগ্ধ দক্ষিণা
যেদিকে চাই মুখ শান্ত নীলাকাশ মাটির শ্যামলিমা
ঘোমটাখসা মুখ তুলেছে তার সে-ই আমার ভালবাসা।

আ মরি! সেই মুখ কখন চাপা ঠোঁটে চণ্ড বৈশাখী
দীপ্ত বিদ্যুৎচমক দুই চোখ–ঝড়ের নাগিনী সে
ফুঁসছে এলোচুলে ক্রুদ্ধ কালো মেঘ হৃদয় দুন্দুভি
সারাটা সংসার একটি মুখ সে-ই আমার ভালবাসা।

দৈনন্দিন

১

ঝুঁকে ঝুঁকে শুধু মুখ দেখে সারাদিন
প্রসন্ন মুখ, শুধু বসে সারাদিন
কপালে মেঘের রসকলি আঁকে নীল
আকাশ–সামনে সমুদ্র দর্পণ।

বিকেলে ফিরোজা আসমানি ভোর-ভোর
এলোচুলে ভর সন্ধ্যায় জাফরান
জামদানি শাড়ি–চোখের তারায় দীপ
আকাশের হাতে সমুদ্র-দর্পণ।

বুক-ধুক্‌পুক ও-কি সুখ ও-কি ভয়
কারো কথা বুঝি বলি-বলি করে মন
মুখে তারি ছায়া, ছায়া তার দর্পণ
সমুদ্র শুধু গুন্‌গুন অবিরাম।

BANGLADARSHAN.COM

আসবে বলেও এল না কে বারবার
সকল আশার মুখে ছাই দিল কে
বসে বসে খালি দিন কেটে গেল যে
সমুদ্র খালি অস্ফুট গুঞ্জন।

জাফরান মুছে কালো হয়ে এল মুখ
নাকি মুখখানি চাঁদের ফালিটি ম্লান
ঠোঁটটুকুতে যা রঙের আভাস, গান
গান নয়, সেই সমুদ্র গুন্‌গুন।

কোত্থেকে এল উড়ো কালো মেঘ, কোন্‌
মেঘে ঢাকা মুখ দুর্জয় অভিমান
হাওয়া দুর্বহ ক্রুদ্ধ দীর্ঘশ্বাস
তোলপাড় বুক সমুদ্র তোলপাড়।

ফুঁসে উঠল কি বিদ্যুল্লতা-ভ্রূ
প্রতিহিংসার সাপিনী হাতে ছোবল
পলকে আকাশ-ফাটানো আর্তস্বর
প্রলয়ের লাল রক্ত...মৃত্যু নীল।

নারকেল-শাখা না-না-না-না করে, দূর
বালুবেলা বুকে সাপটে ধরে-হঠাৎ
অন্ধকারের কাফন ছেঁড়ে দু-হাত
ঝড়ের শিঙায় ফুঁ দেয় সমুদ্র।

২

তোমাতে আমাতে দৈনন্দিন দেখা
আমি সমুদ্র আমি যে তোমার ছায়া
অতল মুক্তি, উতরোল আমি মায়া
ও-আমার নীল নভ ও-আমার আকাশ।

এ কী অপরূপ অচেনা ও-চিরচেনা
লণ্ডভণ্ড সংসারে আজ বসে
ঝড়ে ওড়ে চুল চোখে জল চোখে জ্বালা
এ কী অস্থির আকাশ, অন্ধ আকাশ।

অস্থির তুমি, আমি উন্মাদ আমি
মুছে মুছে দিই মূর্তি ভয়ঙ্করী
চুরমার করি অপরিচয়ের ডেরা
ভাঙি তছনছ আকাশ: কোথায় আকাশ!

লুট করি বল কোন্ সকালের সোনা
তারার জড়োয়া জড়াই খোঁপায় চুলে
পাতি কোন্খানে নতুন গৃহস্থালি।
খুঁজি আর খুঁজি আকাশ, দূরের আকাশ।

খুঁজি মাটি...মাটি...বনরাজিনীল মাটি
তোমার আমার একটি দিগন্তকে
তোমাকে খুঁজতে খুঁজে ফিরি আপনাকে
ও-আমার নীল আকাশ আমার আকাশ।

BANGLADARSHAN.COM

এস দেখে যাও

এস দেখে যাও কুটিকুটি সংসার।
স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ছড়ানো বে-আব্রু সংসারে
স্বামী নেই, গেল কোথায় তলিয়ে
ভেসে এসে আজ ঠেকেছে কোথায় ও-যে
ছেঁড়া কানিটুক কোমরজড়ানো আদুরি, ঘরের বউ–
আমার বাঙলা।

এস দ্যাখো এই লণ্ডভণ্ড মানুষের ঘোলা জলে
গেল-গেল আশা মুছে গেল ভালবাসা,
সব-খোয়ানোর পথে পথে তবু বেঁধে দুদিনের বাসা
বুক বাঁধে ও-কে সন্তানহারা বিন্দুবাসিনী মা–
আমার বাঙলা।

BANGLADARSHAN.COM

একটি রাস্তা: ক্রোধঅজগর ধীরে কুণ্ডলী খোলে
ফণা তোলে মনে আঙিনা, ঘরের নেশা
যন্ত্রণা শুধু অস্তিত্ব-যে যন্ত্রণা...যন্ত্রণা...
এস মিশে যাও জীবন যেখানে হাহাকারগর্জনে
বাঙলা, আমার বাঙলা।

শুকনো মুখ উস্কোখুস্কো চুল

শুকনো মুখ, উস্কোখুস্কো চুল
বিষাদপ্রতিমা

রোজই রাস্তায় দেখি ফুটপাথের হাঁড়িকুড়ি-ছড়ানো সংসারে
শুকনো মুখ, উস্কোখুস্কো চুল
শিয়ালদার প্ল্যাটফর্মে আছড়ে-পড়া উদ্বাস্তু সংসারে
বিষাদপ্রতিমা
মা তোমার ঘর নেই!
আঙিনা পেছনে টানে
ফেলে-আসা পথ ফেরে নাকো
কত লোক আসে যায়
সেই-য ছেলেটা ফেরে নাকো
ঘরে ঘরে এত ঘর, প্রাসাদনগর কলকাতা
মা তোমার ঘর নেই, মাগো!
রাস্তায় রাস্তায় ঘুরি আমি।
কেবল ‘মা’ বলে ডাকে ছেলে, কেবলই-যে
মা কেবল শিশুকে দোলায় বারান্দায়
অনাথ শিশুর মত ঘরে ফিরে ঘর খুঁজে মরি।

মাঝরাত্রে ঘুম ভাঙলে উস্কোখুস্কো চুল অন্ধকার
কে ডাকে। কেবল ডাকে। আলোঅন্ধকার দুটো চোখ
অনাথ শিশুর মত সারাদিন ঘরে ঘরে ঘর খুঁজে মরি।

শুকনো মুখ, উস্কোখুস্কো চুল
বিষাদপ্রতিমা

হারানো মা, আমারে কি হারানিধি বলে মনে ধরে!

BANGLADARSHAN.COM

মা গাইছে

বাইরে এখন বোশেখি ঝড়, রাত্তির।
বাতাস হাজার রাক্ষসী, প্রাণ-ভোমরার
খোঁজ পড়েছে: কে নিল প্রাণ, কই সে?
ঝামরে ওঠে বাজ, বিদ্যুৎ নখ তার
ঝিকিয়ে আসে: কে নিল প্রাণ, কই সে?–
ঘরে পিদিম নিবু-নিবু, নিঝ্‌ঝুম

খোকার কাছে বসে এখন মা
এখন মা গাইছে ঘুমপাড়ানি গান।

পিশাচ-আলোয় চমকে ওঠে খালবিল
শিবনেত্র শ্মশান-পুজোয় তান্ত্রিক:
কে দিবি প্রাণ? চাই বলিদান! ওঁ হ্রীং!
ডাকে নিশি দিশিদিশি: আয় আয়
ঘরে ঘরে মায়ের খোকা আয় রে!
দর্‌জা ঠেলে আলাই-বালাই: দোর খোল্‌

খোকা আগলে বসে এখন মা
এখন মা গাইছে ঘুমপাড়ানি গান
‘ঝড়ের মুখে বিষ্টি হেনে আয় ঘুম’

মায়ের গলা বজ্র হেন গম্ভীর
‘ফুল-ফোটানোর বিষ্টি নিয়ে আয় ঘুম’
মায়ের গলা ভ্রমর যেন গুন্‌গুন
‘মিষ্টি রোদের দিষ্টি নিয়ে ঘুম আয়’
শাওনের মেঘ মায়ের গলায় গান গায়।

খোকা ঘুমোয় পাড়া জুড়োয়-মা
এখন মা গাইছে ঘুমপাড়ানি গান।

ঘুমোয় খোকা ঘুমোয় রাতের সূর্যও
ঘুমোয় পাখীর গলায় গানের ঝর্ণা

BANGLADARSHAN.COM

ঘুমোয় রে ফুল নতুন ভোরের ভর্‌সায়!
ঘরে পিদিম নিবু-নিবু, ঘুমঘুম,
দুঃখিনী মা-র শিবরাত্রির সল্‌তে
ঘুমোয় খোকা নতুন ভোরের ভর্‌সা!

খোকা ঘুমোয়, বসে এখন মা
এখন মা গাইছে ঘুমপাড়ানি গান।
ঘুমোয় খোকা রাক্ষসী ঝড় গর্জায়

ঘা দিয়ে যায় আলাই-বালাই দর্‌জায়
খোকা ঘুমোয়-কে জাগে আজ, কে রে!
পাগল মাতাল আকাশ পাতাল তোলপাড়
খোকার শিয়র কে জাগে আজ, কে রে!

জাগে আশা জাগে কেবল মা
এখন মা গাইছে ঘুমপাড়ানি গান।

BANGLADARSHAN.COM

দস্যি ছেলে মেয়ে

দস্যি ছেলে দেয় হামাগুড়ি।
কখনো কান্নায় ফুলে ফুলে
কখনো হাসিখুশি কুটিপাটি
দস্যি দিয়ে চলে হামাগুড়ি
মা কত ডাকে, কত ডাকে মাসি
পিসিরা ডাকে ‘আয় আয়’ বলে
শোনে কি, ঘোরে শুধু ঘর জুড়ে
দাওয়ায় ঘুরঘুর উঠোনেতে
দস্যি দিয়ে চলে হামাগুড়ি।

এদিকে ছেলে-ধরা বর্গীরা
আনাচেকানাচেই ওৎ পাতে
বাগানে নানারঙ ফুলগুলো
দু-পায়ে দলে বুনো জন্তুরা
মাঠের ধান কাড়ে মুঠো মুঠো
রাতের ঘুম কাড়ে চোখ থেকে
ঘরের আশে-পাশে ছেলেধরা–
দস্যি দিয়ে চলে হামাগুড়ি।

আকাশ বিষে নীলকণ্ঠ যে
ঘর যে ঘর নয়, যন্ত্রণা
দস্যি হাসে কাঁদে পাড়া জাগে
দস্যি জানে নাকো যন্ত্রণা
–কেন বা আছে তবে বাবা দাদা
মা কেন থাকে তবে দোর ধরে
কেন বা চোখে দোখে রাখে দিদি–
দস্যি দিয়ে চলে হামাগুড়ি।

এ-দিন শেষ হবে, ও কি জানে?
যেমন জানে রাত নিবে গেলে

BANGLADARSHAN.COM

আকাশ আকাশের রঙ পাবে
বাতাস গান পাবে! ও কি জানে?
জানে কি এই মাঠ মাড়িয়ে সে
অন্য বয়সের কাছে যাবে
সময় এসে কোলে তুলে নেবে?
দস্যি জানে? দেয় হামাগুড়ি।

BANGLADARSHAN.COM

আশ্বিনের আকাশ

ছুটির পড়ার চৌকাঠে কে ঘুমেরই দোরগোড়ায়
কে ঢুকেছিস—ওঠ, উঠে বস দিগ্‌বিজয়ের ঘোড়ায়
আশ্বিন মাস, মেঘ শাদা কাশ, শিউলি-শিশির সকাল
এই তো দেশান্তরীর সময়—নেই মঘা নেই অকাল
ঘুমপাড়ানি ঘরটাকে তোর চাবুক মেরে ভাগাস;
ল্যাজ তুলেছে পিঠে ওই দ্যাখ ঘর-পালানে আকাশ।

যতই যাবি মাটির বুকে ফিন্‌কি দেবে ধুলো
ঘোলা জলের ডোবা ডাকবে পেছনে পথভুলো
গঞ্জ দেখবি নেই—লেনদেন, বন্দরে কাজ বেকার
মাঠভরা ধান ধাঁধা: বলবে, কার পাতে ভাত? কে কার?
লাগাম কষে বাগাস:
চার-পা তুলে উঠবে খেপে তখন কিন্তু আকাশ।

BANGLADARSHAN.COM

তেপান্তরে ঘুরে ঘুরে হেমন্ত খড় কুড়োয়
হিহি-কাঁপন শীতের বুড়ি বসে উত্তর-চুড়োয়
দক্ষিণে যা—গতির পাখা পাবি দক্ষিণ-পবন
রূপকথারই বাগান, মধ্যে রাক্ষসদের ভবন
দাঁড়ে হীরামনকে পাবি ফুলে গন্ধআতর:
তবু পাথর, জল মাটি বন রাজকন্যে পাথর!
রাজকন্যের চোখের দিকে তাকাস, খালি তাকাস:
বসন্তকে জয় করে আন ওরে খোকন, ওরে আশ্বিন-আকাশ!

যন্ত্রণা

আকাশ অগাধ নীল
দিনগুলো ধানের মত সোনা-ঝল্‌সানো
আমের বাউলগন্ধে মাঝখানে আন্‌চান বাতাস

তৃষ্ণার্ত ঠোঁটের দিকে মুখ তোলে মাটি, ও কি ফুল
চোখে চোখ রেখে গায় আকাশ কি পাখী–
পৃথিবী ফাল্গুন

দাঁতে দাঁত চেপে থাকি। দেখি

একবার আশ্বিনে আসি একবার ফাল্গুনে ফিরে যাই
আসি যাই আসি যাই মানুষের মনে না মেলায়–
চৈত্রের চিতায় পোড়ে মন
–একটা ছুরির মুখ বিঁধে আছে সমস্ত জীবনে
সমস্ত জীবন ভরে ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত
একটা জ্বালায় শুধু রি রি করে মন

মন পোড়ে চৈত্রের খরায়

কবে
কবে দেখা দেবে কবে
চৈত্রের দিগন্ত-দীর্ণ দেখা দেবে দুরন্ত বৈশাখী–
অশান্ত উন্মত্ত ক্রোধ, হিংস্র হিংসা
কবে
দাঁতে দাঁত চেপে চেপে কবে
অস্তিত্বের উৎস থেকে ফেটে পড়বে তীক্ষ্ণ একটা আদিম চিৎকার
–কবে মুক্তি পাব? কবে

যন্ত্রণা, আমাকে তুমি সাতপাকে অসহ্য বেঁধেছ!

BANGLADARSHAN.COM

জননী যন্ত্রণা

জন্মে মুখে কান্না দিলে, ভাসিয়ে দিলে ভেলা
একূল-ওকূল কালিঢালা কালনাগিনীর দ'য়
রাত মজাক ডোবাল দিন ঢেউয়ের ছেলেখেলা
সামনে-যে জল, জল পেছনে ভরাডুবির ভয়।
জীবন চেয়ে পেলাম কেবল হাওয়ার হা-হা-হা-হা
পাহাড় থেকে পাথর, নদীর পা-টিপে পথ ভাঙা
বাপের চোখের অভিসম্পাত দূর আকাশের চাওয়া
একটি পাশে আছড়ে পড়ে মূর্ছা বোন: ডাঙা।
ঘাট চাইতে হাট পেরোলাম, গান চেয়ে কান্না
রাতের জন্যে ঘর যা পেলাম—পা তো টানে না
ছায়ার মত এক কোণে বউ, দুয়োরে তার ছা—
হাসতে জানে না বাছা কান্না জানে না।
এক-যে ছেলে, জোয়ান ছেলে, কই সে ছেলে মা
ঘর যে তোমার ঘরে ঘরে, জননী যন্ত্রণা॥

BANGLADARSHAN.COM

জন্মে মুখে কান্না দিলে, ভাসিয়ে দিলে ভেলা
একূল-ওকূল দুকূল-মজা কালনাগিনীর দ'য়
জলকে দিলাম সাঁতার দিলাম ঢেউকে হেলাফেলা
ভয়কে দিলাম ভরাডুবি—কান্না আমার নয়।
কালিঢালা নদী, বাঁকে ও-কার নৌকো, আলো
নেই-মনিষ্যি তেপান্তরে পথ চিনে কে যায়?
সে আমি সেই আমরা—আমরা কে মন্দ কেউ ভালো
কেউ মাঠে কেউ ঘরে কেউ-বা কলে-কারখানায়।
একটি তারা-পিদিম কখন হাজার তারা জ্বলে:
এক ছেলে হারালে—ছেলে এলাম হাজার জনা
একটি আশা অনেক মুখের পাপড়িতে মুখ মেলে:
এক নামে যেই ডাকলে—অনেক হলাম যে একজনা।
ক্ষুদিরামের মা আমার কানাইলালের মা—
জননী যন্ত্রণা আমার জননী যন্ত্রণা॥

শিরীষ গাছের নিচে

পেটে-পিঠে-এক হয়ে মেয়েটা ফুটপাথে মরে আছে
কেবল তাকিয়ে ওর জ্যান্ত চোখদুটো।
হাত-পা কাঠি-কাঠি
চামড়া ফুঁড়ে উঠতে চাইছে পাঁজরাগুলো
ভন্‌ভনিয়ে মাছি উড়ছে হাঁ-করা মুখটায়
চোখদুটো কেবল ওর তাকিয়ে-যেদিকে
শিরীষ গাছের নিচে নিবনো উনুনে মুখ থুবড়ে আছে
ভাতের হাঁড়িটা

পাশ দিয়ে যেতে যেতে কেউ দেখছে, দেখছেও-না কেউ

কাক-ডাকা সকালে রোজ কর্পোরেশনের কলে জল আসবে
পাড়ার ছোকরাটি ধরবে লারেলাপ্পা-গান–
হয়নি কিছুই
শুধু মাঝে মাঝে লাঠিচার্যে ছত্রভঙ্গ হবে ভুখ-মিছিল
ত্রস্ত পথচারী ছুটবে এদিক-ওদিক, শুধু
হাওড়ার ব্রিজের পাশে সন্ধের আকাশটাকে ফিন্‌কি-দেয়া রক্ত
মনে হবে
অন্ধকারে শোনা যাবে গঙ্গার গোঙানি
মাঝে মাঝে ভিড় জমবে রাস্তাঘাটে রেস্তোরাঁয় পানের দোকানে
একজন শোনাবে আর গোল হয়ে শুনবে দশজনে

শুধু একদিন হঠাৎ উঠবে ঝড়
মকরমুখো গঙ্গা মারবে ল্যাজের ঝাপট
মাথা কুটে মরবে খালি বাতাসের পায়ে হাওড়া ব্রিজ
ফুটপাথে ধুলোর ঘূর্ণি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তুলবে
তাড়িয়ে তাড়িয়ে আনবে
ঝঞ্ঝা-ঝড়–মানুষের ঝড়–
হবে না কিছুই

BANGLADARSHAN.COM

শুধু পেটের আগুনে জ্বলে পুড়ে
হঠাৎ একদিন মাথা বিগড়ে যাবে এই কলকাতার

শুধু একদিন আকাশ জুড়ে চেয়ে থাকবে
শিরীষ গাছের নিচে মরা মেয়েটার চোখদুটো।

BANGLADARSHAN.COM

আমি ক্ষুধার্ত

রাত যখন দুপুর
ঘুম যখন তেতলার ঘরে নীল আলোর ছোঁয়া
বস্তির মাটকোঠায় মড়ার মত নিঃসাড় নিঃস্ব ঘুম
জেগে আছি
আমি জেগে আছি তখন–
মাতাল মাতাল যেন নর্দমার নরকে
দেয়ালের আড়ালে চোরের মত খুনীর মত
ছায়ার সঙ্গে মিশে ছায়া ছায়ায় প্রেতের মত
জেগে আছি জেগে আছি আমি ছড়িয়ে আছি
চারিয়ে আছি এ-শহরের অঙ্গে অঙ্গে অস্থিমজ্জায়
রক্তে
রাস্তায় পার্কে অলিতেগলিতে অন্ধিসন্ধিতে
ঘুমে জাগরণে
আমি আছি আমি ছড়িয়ে আছি আমি চারিয়ে আছি
আমি ক্ষুধার্ত।

সকাল থেকে সন্ধে সকাল থেকে সন্ধে সারা দিন সারাটা দিন
একটি পয়সা...একটি পয়সা
সঙ্গে সঙ্গে হাঁটে রাস্তাগুলো যেন খোঁড়া ভিখিরি
জবুথবু পার্ক যত এখানে-ওখানে বসে উদ্‌ভ্রান্ত বেকার
একটি পয়সা...একটি পয়সা

কানা পাগলির মত ফুটপাথটা খালি একটানা বাপান্ত করে,
চেঁচায়
আর অনেক বিলাপের পর শিয়ালদার প্ল্যাটফর্ম বোবা–
বজ্রাহত ছিন্নমূল মা
সারাটা দিন সারা ঘাড় নাড়ে আজব শহর, না-না-না-না
তক্‌মা-আঁটা দারোয়ানের মত
খোদ বড়সাহেব যেন সর্বদাই ভুরু কুঁচকে থাকে
পাঁচতলা ছ-তলার চুড়ো

BANGLADARSHAN.COM

হাজার হাজার মাইল হেঁটে এস–না!
চেঁচাও, গলা ফাটাও, মুখে রক্ত তোল–না!
মা-র অভিশাপ ছেলের আক্রোশ হও, স্তব্ধ হও
নিদারুণ নিস্তব্ধ হও–কিছুতে না!
সারা দিন সারাটা দিন পাথরে দেয়ালে মাথা ঠোকে
ঠুকে ঠুকে ক্রুদ্ধ উন্মত্ত রক্তাক্ত হয় সারাটা দিন সারা দিন–
একটি পয়সা...একটি পয়সা

আমি ক্ষুধার্ত

সূর্য ঘুমোতে চলে যায়
মাথাটা ঘোরে
অনবরত কে-যে করাত চালায় করাত চালায়
মাথাটা ঘোরে...
আলোয় ঝলমল শহরটাও ঘোরে
রাস্তার আলো দোকানের আলো তেতলার ঘরের আলো
ঘুরে ঘুরে ওপরে ওঠে নামে, ওঠে নামে যেন শল্‌মা-চুমকির
ঝিলিক্‌-দেয়া ঘাঘরা
যেন হীরে-মুক্তো-চুনি-পান্না এক-গা জড়োয়ার জৌলুস
মোটরের হর্ন রিক্সার ঠুনঠুন পায়ে পায়ে ঘুঙুরের বোল,
তবলার তাল
ট্রামের তারে তারে সারঙ্গির ছড়-টানা
ঘুরে...ঘুরে...ঘুরে নাচে চৌরঙ্গি বড়বাজার: কলকাতা
বেনের বাঈজি কলকাতা!
তারপর কখন রাত বাড়ে
রাত গভীর হয়
রাত নিঝুম হয়
এলিয়ে পড়ে মাতালের হল্লা
এক ফুঁয়ে নিবে যায় ঝাড়লণ্ঠন লাখো লাখো ঝাড়লণ্ঠন
ঝন্‌ঝন ঝন্‌ঝন ভেঙে চুরমার...টুকরো টুকরো...
গুঁড়িয়ে ছড়িয়ে যায় রকমারি বেলোয়ারি ঝাড়লণ্ঠন...

আমি ক্ষুধার্ত

BANGLADARSHAN.COM

রাত যখন দুপুর
ঘুম যখন তেতলার ঘরে নীল আলোর ছোঁয়া
বস্তির মাটকোঠায় মড়ার মত নিঃসাড় নিঃস্ব ঘুম
জেগে আছি
আমি জেগে আছি তখন
বুকের ওপর বিশ মন পাথর যেন দুঃস্বপ্ন
কণ্ঠনালি টিপে-ধরা হাতের সাঁড়াশি যেন বিভীষিকা
আমি জেগে রাত যখন দুপুর–
আর জেগে বস্তির গলির মুখে চুনকাম-করা একটা মুখ
বীভৎস বিকৃত মুখ
রাতের পর রাত দেহের পশরা সাজিয়েও ঘরে যার
লোক আসে না খদ্দের জোটে না
চিৎপুরের বারবনিতা সেই আধবুড়ো কলকাতার মুখ–
আর তার অঙ্গে অঙ্গে অস্থিমজ্জায় রক্তে
রাস্তায় পার্কে অলিতেগলিতে অন্ধিসন্ধিতে
ঘুমে জাগরণে জেগে আছে
শিয়রে সর্বনাশের মত ভয়ঙ্কর ভবিতব্যের মত জেগে আছে
জেগে বসে আছে ক্ষুধা

আমি ক্ষুধার্ত।

BANGLADARSHAN.COM

কমরেড স্তালিন

...Within three rooms of the ancient kremlin
lives a man named Joseph Stalin.
The light goes out late in his room.
Pablo Neruda: Let The Rail Splitter Awake

দিনে দিনে রূপবতী হবে পৃথিবী
দিনে দিনে
পাখী দেবে একটু-করে সুর ওর গলায়
সূর্য দেবে চোখে ওর লাস্য
ফুল দেবে দেহ ঘিরে ভালবাসার মৃদু গন্ধ
দিনে দিনে পৃথিবী হবে পূর্ণ যুবতী, দিনে দিনে–
শুধু থাকবে না সেই শান্ত স্নিগ্ধ প্রসন্ন হাসিটুকু
বিশাল চোখ জুড়ে স্বপ্ন
শুধু থাকবে না সেই সব-প্রেমিকের-সেরা প্রেমিক।

BANGLADARSHAN.COM

সুখে-দুঃখে সম্পদে-বিপদে অবিচল
দিগ্‌ভ্রান্ত রাত্রে এক স্থির নিষ্কম্প দূর তারা
ক্রেমলিনের সেই তিনটি ঘর, তিনটি ঘরের আলো
নিবে গেল।

দিনে দিনে ভরে উঠবে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার য়ুক্রাইন
দানিয়ুব-ভোল্গা-ইয়াংসি-ইয়ালু সাতসুরে-সাধা সুখ
আর যৌথখামারের চাষী, স্তালিন মোটর-কারখানার মজুর
এশিয়ার মুক্তিফৌজ কোরিয়া ভিয়েত্‌নাম মালয়
জয় থেকে জয়ে আরেক জয়ে এগিয়ে যাবে
আর মা-র অশ্রু
স্ত্রীর দাঁতে-দাঁত-চাপা ধৈর্য
ছেলেটার নির্বাক চাউনি প্রহর গুনবে
প্রহর গুনবে
প্রহর গুনবে দূর দগ্ধ ভারতবর্ষ।

সুখে-দুঃখে সম্পদে-বিপদে অবিচল
দিগ্‌ভ্রান্ত রাত্রে এক স্থির নিষ্কম্প ধ্রুবতারা
ক্রেমলিনের সেই তিনটি ঘর, তিনটি ঘরের আলো
আর জ্বলবে না।

শুধু ক্রেমলিনের ঘড়িতে ঘণ্টা বাজবে রাতভর:
একটা...দুটো...তিনটে...
আর যারা হতে চেয়েছিল ফুটফুটে মেয়ের বাপ,
সোহাগী বউয়ের স্বামী
আর যাদের হতে হল রাইফেল-কাঁধে একহাঁটু রক্তের শিকার
যারা মানুষ হতে চেয়েছিল, যারা পেল জন্তুর আদিম জীবন
ক্ষতমুখ থেকে যন্ত্রণা-নিঙড়ানো গলায়, অসহ্য রক্তঝরা গলায়
ইউরোপ এশিয়া আফ্রিকা আমেরিকার সেই সব মানুষ
কোটি কোটি মানুষ
যতবার এ-ওকে ডাকবে
যতবার ওরা তাকাবে শান্তির দিকে, ততবার
ক্রেমলিনের চুড়োয় একটা উজ্জ্বল লাল তারা দপ্‌দপ করছে
দেখবে।

আর রাত্রির তৃতীয় যামে আশার দিগন্ত সামনে রেখে
এই অতীত পায়ে পায়ে মাড়িয়ে আমরাও এগোব–
আর হঠাৎ জন্তুর জোয়াল ঝেড়ে ফেলে মানুষের মত খাড়া হয়ে
দাঁড়াব আমরা
পাঁজর-ফাটানো একটা হিংস্র চিৎকারে ফেটে পড়ব হঠাৎ:
স্তালিন!

দিনে দিনে বাড়ন্ত গড়ন পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে
ভালবাসার গাঢ় স্বরে বলব: স্তালিন!

পরস্পরের হাত চেপে ধরব আমরা, চোখে চোখ রাখব
ডাকব: স্তালিন, কমরেড স্তালিন!

BANGLADARSHAN.COM

কলকাতা, কলকাতা

হাঁপিয়ে-হাঁপিয়ে রোদ্দুরে তেতে ছায়ায়-ছায়ায় থেমে ঘেমে
সকাল-দুপুর-সন্ধে আসে
ট্রেন।
পায়ে পথ, চোখে কাজের পরকলা, হাতে ছাতা
উদ্বাস্তু শহরতলী গ্রাম গঞ্জ মফস্বল উমেদার
ডেইলি-প্যাসেঞ্জার সকাল-দুপুর-সন্ধে
আসি যাই, থাকি না;
থাকি আর থাকি না।

কলকাতা, তোমার জলসা আলোর সরগম
তোমার ঝন্‌ঝন ঝলক রেখার বেগের বিদ্যুৎ
কলকাতা, তোমার পায়ে মাথা খুঁড়ি
পাখা পোড়াই পতঙ্গ–
সকাল-দুপুর-সন্ধে আসি যাই, থাকি না।

BANGLADARSHAN.COM

যেখানে শিশিরের সকাল শুকুলে দুপুর
ফেরিওলার হাঁক, আলসেয় কাক, অকূল রোদ্দুরে দ্বীপ
চিলেকোঠা
যেখানে চুল খুলে মাদুরে এলিয়ে থাকে সময়
উঠে পড়ে জল এলে কলে–
মরা পিচের খাড়িতে জীবনের কোটাল:
সেখানে যাই লোভী, আড়ি পেতে দেখি, যাই আসি
থাকি থাকি থাকি না।

আমি কখনো আনি জলের ফসল, মাটির ফল
আনি সবুজ পাতা, পাতার গুন্‌গুনে-গাঁথা হাওয়ার মালা
সোঁদা গন্ধ কোন্ কালের, বুনো গন্ধ কোন্ দেশের
আনি
পায়ে-পায়ে জড়িয়ে আনি শত শতক, স্মৃতি, শ্যাওলা।
কিছু নাও, তার কিছু-বা ফেরাও কলকাতা।

কেন নাও, কেন ফেরাও
কেন ফিরে যাই হারিয়ে যাই থিতিয়ে যাই জীবনের তলানি
কেন
কেন ডুব দিই ঝিঁঝিঁর ঝাঁঝরে, অন্ধকারে...

ডাকাত-পড়া অন্ধকার আগুনে-উদ্‌গার তুলে আসে
সকাল-দুপুর-সন্ধে আসে
ট্রেন
আমাকে নাও, আমাকে টেনে নাও, আমাকে ছেড়ে দাও
তোমার প্রাণে-তোমার ঘূর্ণিতে
অন্ধকার থেকে আলোয়, ঘূর্ণিতে
ভেঁপুর ঘূর্ণিতে
লেদ্‌-টার্‌বাইন-ফার্নেসের ঘূর্ণিতে
হাওয়া থেকে হাহাকারে আমাকে নাও–
আমাকে নাও
হাহাকারকে গুঁড়িয়ে-গুঁড়িয়ে হাজার পা
হাজার গলা ছিঁড়ে কেড়ে একটি হুঙ্কার
আমাকে টানো:
যেখানে কলে জল, মরা পিচের খাড়িতে জীবনের কোটাল
যেখানে জীবন আলোর বেগের জলসা যেখানে জীবন
আমার মিছিল যেখানে বে-ঠিকানা
তোমার ময়দান পথে-ফেরানো মুখ:
আমার ভালবাসার মুখ।

আমাকে বাঁচাও
আমাকে বাঁচাও
তুমি বাঁচো:
কলকাতা, কলকাতা।

BANGLADARSHAN.COM

এ-জমি

মাঠ...মাঠ...মাঠ
যতদূর চোখ যায় ধূলোয় ধূসর খেত জমি।
বুকে তার এঁকেবেঁকে পড়ে আছে নিথর নিশ্চুপ অজগর
সরকারি রাস্তার বাঁধটা।

দোর্দণ্ড দুপুর শুধু একা বসে থাকে ধুনি জ্বেলে।

মাঝে মাঝে ঘুম ভাঙে স্টেশনটার
চোখ কচলে হাই তোলে, আড়ামোড়া ভাঙে।
দু-মুখে কেন্নোর মত দুই দিক থেকে
ছোট লাইনে ট্রেন আসে
–পশ্চিমে বিহার আর পুবে পাকিস্তান–
দমকে দমকে দেয় উগরে এলোমেলো
আলুথালু জনস্রোত: জলস্রোত
মদেশি ভিনদেশি লোক, দলে দলে উদ্বাস্তু মানুষ।
হঠাৎ হরেক ভাষা বলে তারা হরবোলার মত
হঠাৎ হারিয়ে যায় গঞ্জে গ্রামান্তরে
তেপান্তরে।

সন্ধেটা খানিক বুঝি প্রতীক্ষায় কনে-দেখা-আলো
অন্ধকারে অন্ধ তারপর।
আচম্‌কা মাদল বাজে থেকে থেকে
কাছে...দূরে...দূর থেকে কাছে
রাত যেন উৎকর্ণ দু-কান।

মাঝে মাঝে একেকদিন পুবদিকের কোণে
অস্পষ্ট সোরগোল ওঠে–
আকাশে আছড়ায় বুঝি ঝাঁকে ঝাঁকে চাক-ভাঙা মৌমাছি–
আর হঠাৎ সেদিন চোখে পড়ে
জেগে উঠছে দেখতে-দেখতে ঘুমন্ত নদীর ঢালু, নড়ে উঠল মাঠ
ভেঙে-পড়া ঝুপড়ি ছেড়ে

BANGLADARSHAN.COM

রেললাইল কুলিধাওড়া পাশে ফেলে
আম-জাম-বাঁশবনের অন্ধকার ফুঁড়ে
অসংখ্য অগুন্‌তি লোক দূরে দূরে সার বেঁধে আসে
–গোরুর গাড়িতে পাট বোঝাই, পাইকার টাট্টু ঘোড়ায়,
লঙ্কা-পেঁয়াজের দরকষাকষি–
সেদিন সমস্ত রাস্তা পায়ে পায়ে হেঁটে আসে ধনকোলের হাটে।

দোর্দণ্ড দুপুর ফের একা বসে থাকে ধুনি জ্বেলে।

সংসার দুধলো গাই একদিন বিকিয়ে গেছে হাটের নিলামে
ধানী জমি লক্ষ্মী গেল ছেড়ে–
মাথায় ইটের বোঝা
সোমরা সাঁওতাল
গ্যাঙ-কুলি
কুঁজো হয়ে উঠে এসে
নতুন রাস্তার বাঁধে কেন জানি থমকে দাঁড়ায় একেকবার
একটি মুহূর্ত
ওই
আকাশের পট জুড়ে নেঙটি-পরা নোংরা কালো বলিষ্ঠ দেহটা
একবার দাঁড়ায় খাড়া হয়ে
নির্জন দুপুর যেন মূর্তি দেখে চমকায় একবার
একবার পায়ের কাছে লুটোয় এ আদিগন্ত মাঠ–
যতদূর চোখ যায় উঁচুনিচু এবড়োখেবড়ো ধুলোয় ধূসর খেত জমি।

* * *

এমন মানব-জমি
এ-জমি আবাদ করবে সে কোন্ কৃষক!

BANGLADARSHAN.COM

বন্ধুরা

রেস্তোরাঁ রুদ্রাক্ষ নিতে চায়। চায়ে জুড়োয় না তার্কিক দুপুর
অন্যমনস্ক রাস্তা ফেরা না হাসির খোঁচা খেয়ে।
মিছিলে মিটিং-এ কই ওরা কই। কেবল এ-ওকে একা পেয়ে
মাঝে মাঝে তৃতীয়কে খোঁজে। খোঁজে: ও কোথায়? ও বড় সুদূর।

কৈশোরের মাঠ কবে ছেড়ে এল কলরব, কিছু মনে নেই।
প্রাণ কি প্রমত্ত ঝড়ে প্রথম যৌবন পেল পাখা—দ্যাখেনিকো।
খর মধ্যাহ্নের মধ্যে আজ শুধু: ওকে দ্যাখেনিকো?
হাত দিয়ে দুচোখ আড়াল করে পেছনে তাকিয়ে: নেই, নেই।

আছে, তবু আছে। এই জীবিকার সকালসন্ধ্যায় অন্তরালে
—অদৃশ্য যেমন হাওয়া সর্‌সর্‌ শাখায়, প্রাণ সুষুপ্তির বুকে—
আছে অন্য ভিড়ে, অন্য জটলায়। স্বস্তির নোঙর ছিঁড়ে, চুকে
জন্মের বন্দর শুধু অবলুপ্ত অন্ধকার জীবন-কোটালে।

ছত্রভঙ্গ দরিয়ায় দিগ্‌দর্শনের কাঁটা বরাবর উত্তরের মুখে।

BANGLADARSHAN.COM

একলব্য

BANGLADARSHAN.COM

“না মরিল কুকুর না হইল মুখে ঘা।
অলক্ষিতে কুকুরের রোধিলেক রা॥...”

কাশীদাসী মহাভারত: আদিপর্ব

সম্মিলিত বনবাসী

এতদিনে এলে!
আকাশ-ওথলানো আশা, অগাধ অথৈ আশা নিয়ে
বুকে নিয়ে সোঁধাগন্ধ গভীর পিপাসা, কণ্ঠে অরণ্যের ভাষা
একটি পায়ের শব্দ, পায়ের শব্দের দিকে ফিরে
প্রতীক্ষা উৎকর্ণ হয়ে ছিল এতদিন–
এলে এতদিনে!
দিন গেল, গেল দিন উৎকণ্ঠার উদ্‌ভ্রান্ত হরিণ,
পিছু পিছু গেল তার অপঘাত রাতের কিরাত
বন থেকে বনান্তরে–
দিন থেকে দিনান্তরে আমি
ফিরেছি শিকার খুঁজে, ফিরেছি শিকার সেরে, আমি
কাঠ কাটতে বাইরে গেছি, ছুটে এসে খুঁজেছি দাওয়ায়
আর রাত্রি-ঘর-বা’র ঘর-বা’র রাত্রি বারেবারে–
কেউ আসেনিকো।
তবু এসে এসে ফিরে গেছে গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত,
শাখা থেকে বৈরাগী ধুলোয়
দীর্ঘনিঃশ্বাসের মত ঘুরে ঘুরে শীতও গেল ঝরে,
কানেও নিল না কেউ বসন্তের অরণ্যরোদন,
কেউ আসেনিকো।
শুধু প্রবাসী ফিরেছে ঘরে এক যুগ পরে, শুধু
বৃদ্ধেরা শ্মশানে গেছে শিশুরা কৈশোরে, কিশোরীরা
যৌবনের ভরা নিয়ে চলে গেল জীবনের হাটে;
কেউ আসেনিকো।
একলব্য, নিষাদের ছেলে,
এ তোর অসাধ্য সাধ–কতবার বলেছি এ-ওকে–
ঘরে তোর কে আসবে? পথিক-হাওয়ার মত কে রে

BANGLADARSHAN.COM

সংসার মাতিয়ে আসবে বনপথে রেখে পদধ্বনি?
ও তোর সন্ধ্যার ঘাটে কে ভিড়াবে একটি শাদা পাল?

সেই খেয়া ভিড়েছে কি?
সাত সমুদ্রের অন্ধকার
তেরোটি স্বপ্নের নদী উজিয়ে কে এল?
যন্ত্রণার
শিয়রে দাঁড়াল এসে হাজার যোজন পথ ভেঙে?
একটি পায়ের শব্দ, পায়ের শব্দের দিকে ফিরে
প্রতীক্ষা পাথর বনে ছিল যে এখানে–
সে-ই এলে!

দ্রোণ

সাত সমুদ্রের অন্ধকার
তেরোটি রক্তের নদী উজিয়ে এলাম, একলব্য!

BANGLADARSHAN.COM

একলব্য

এতদিনে, এতদিনে গুরু!

দ্রোণ

ওরে ও চিরস্বাধীন নিষাদকুমার,
এ কী নিষাদ-নীতি তোর!
আমি তোর গুরু?
যে-পাখী আকাশ কাড়ে ডানার ঝাপ্টায়
কে রে গুরু তার?
অরণ্যসুন্দর সিংহ গুরু মানে কাকে?
কার বশ কালকেউটে নদী?
–গুরু তোর জল-মাটি-বায়ু!
দোর্দণ্ডকরুণশান্তউন্মত্ত জীবন তোর গুরু!

আমি অন্য জগতের। ইটের সাম্রাজ্যের আমি প্রজ
জীবিকা-জোয়াল কাঁধে, নিয়মের নিগড় দু-পায়ে
আমি দ্রোণ। গুরু আমি অর্জুনের, কুরুপুত্রদের।

একলব্য

দিনের দাউদাউ-মাঠ মাড়িয়ে দিগন্ত খোঁজে সূর্য
বন্দী চাঁদ রাতের রাক্ষসপুরীটিতে;
পদশব্দে তবু তার মুখর দু-কান
সূর্যের সিঁদুর তার সিঁথি।

আকাশের অন্ধকার মাটির দু-চোখ ভরে টেনে আনে ঘুম
বুক ভরে স্বপ্নের সুগন্ধ, ফুল।
যোজন যোজন দূর সাগর ইশারা–
পাষাণ পাহাড় তবু ঝরঝর ঝরনায় ঝরে সাড়া।

দ্রোণ

আত্মম্ভরী, ভাগ্যান্বেষী দ্রোণ
একদিন ফিরিয়ে দিল অন্ত্যজ শিশুকে–
সমাজের মুখ চেয়ে ধনুর্বিদ্যা শেখাল না তবু।
হস্তিনার আর্যরাষ্ট্র-দম্ভের দেয়াল:
গুঁড়োগুঁড়ো হল আশা;
স্বার্থের সীমানা-ঘেরা অধিকার-ভেদের পরিখা;
ডুবে মরল প্রকাশের ভাষা।
মিথ্যে মিথ্যে মিথ্যে সব, সত্য মিথ্যে, ধর্ম মিথ্যে
মাথা কুটে মরল মিথ্যে অনার্য-বালক,
এক মানুষের ছেলে!

ফিরে গেল শিশু।
ফিরে গেল স্বরাজ্যে, জীবনে।
তারপর পৃথিবী দেখল বীর্য বলে কাকে।
দেখলাম একদিন এক প্রচণ্ড পুরুষকার
টুকরো-টুকরো করে দিল জন্মসূত্রে-পাওয়া বিধিলিপি।
স্থবির ধর্মের মুখে মনুষ্যত্ব ছুড়ে দিল উদ্দাম গতির ঘূর্ণি, ধুলো।

একলব্য

একলব্য ফিরে এল।
দিন এল, দিন চলে গেল
একটু ছোঁয়া একটু মায়া একটু মান একটুখানি গান

BANGLADARSHAN.COM

গায়ে মেখে, সর্বাঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে লজ্জার শাড়িটি
শবরী যুবতী হল;
সঙ্গে নিয়ে এল হাসি, আচমকা পথের বাঁকে হাসি
জলের ছলছল, পাতার মর্মর, হাসি
দক্ষিণে হাওয়ায় চাপা চাপা হাসি;
একলব্য ফিরে এল হাসিটির কাছে।
পৃথিবীর স্নেহ ছেনে, একমনে, সূর্য থেকে এনে তেজ
একলব্য গড়ে তুলল একটি অনন্য মুখ—গড়ল দুই ঠোঁট—
টল্‌টলে হাসির নিচে ঘাটের পইঠার মত সংকল্পের দৃঢ়
দুটো রেখা।
দেখতে দেখতে দিন এল, গেল।
রাজার অতিথ উঠল উপচে—পড়া ফসলের খেতে,
বন্যায় ভাসল কান্না,
মরা-ছেলে-কোলে-মাকে
রেখে গেল যন্ত্রণাকে
একপাশে পড়ে রইল শোক: শোক পাষাণপ্রতিমা।
আর রইল একলব্য
যন্ত্রণার পাশে।
বল দিয়ে গড়ল বাহু, নির্ভরতা দিল দুই পায়ে,
কর্মের-আবাদ-ঘিরে-স্বপ্নের-সীমান্ত-খোলা দূরচাউনি-চোখ,
দিল চোখ;
একলব্য গড়ে তুলল একটি অনন্য মূর্তি শুধু।

দ্রোণ

তবু দ্রোণ গুরু, শিষ্য তবু একলব্য!

একলব্য

গুরু নও? তবে কে সে? কার মূর্তি?
কোন্ সাধনার মূর্তি গড়ে তুলল একলব্য মূঢ়?
আন্‌মনা গুন্‌গুন গান, দিবাস্বপ্ন, রাতের অতন্দ্র তারা—
সে কে?
বাঁকানো ধনুকে তীর, তীরে লক্ষ্য, লক্ষ্যে ভেদ

BANGLADARSHAN.COM

ভেদের কেন্দ্রে ও বসে কে? কে?
তুমি নও?
তোমার সমুদ্র ক্ষুব্ধ পেশীর জোয়ার
আমার নদীর দূর তটে-তটে ঘা দিয়ে মাদলে
সমস্ত শরীর শিউরে শিউরে শিউরে কলকণ্ঠে ফোটায়নি
নিঃশব্দ উল্লাস?
সে কি তুমি নও? সে কে?

দ্রোণ

আকাশ উঠুক চমকে,
একবার দাঁড়িয়ে যাক যেতে-যেতে ব্যস্ত বাতাস,
কাজ ফেলে পৃথিবী ফেরাক মুখ,
অরণ্য গুন্‌গুন ভুলে কান পেতে শুনুক শুনুক:
কী বলছে একলব্য!
চন্দ্র-সূর্য সাক্ষী,
হাজার চোখের-চাওয়া তারা,
ধাবন্ত নদীর বেগ, মেঘ সাক্ষী,
লক্ষ শিকড়ে বাঁধা স্থাবর অশ্বত্থ সাক্ষী থাক,
কী বলছে একলব্য, শোনো!

একলব্য

অজস্র রিম্‌ঝিম বর্ষা যা বলে নদীকে
প্রতিধ্বনি ধ্বনিকে শোনায় যে-বৃত্তান্ত,
প্রত্যেকটি রেখার ভাঁজে সারাদেহে কৃতজ্ঞতা ফোটায় যে-ভাষা।

দ্রোণ

পাখীর আলাপে ভোর,
সন্ধে আসে রামায়ণ গানে:
সকাল-সন্ধেয় সাধা এ-জীবন ভেসে যাক
এই একটি কথার তুফানে।

একলব্য

হাট-ফেরা মানুষের পায়ে পায়ে ধুলো হেন
জড়িয়ে ছড়িয়ে থাক কথা।

BANGLADARSHAN.COM

দ্রোণ

ফেনিয়ে উঠুক কথা: রোজ তিনহাঁটুর জটলা।

একলব্য

ঘরের বউয়ের হাতে দিনান্তে পিদিম হয়ে
দপ্‌দপ করুক না কথা।

দ্রোণ

পৌষে পার্বণে চৈত্রে চড়কে গাজনে আর রথের মেলায়
নবান্নে আকালে আর মনসা-ভাসানে মুখে মুখে
বছর বছর ঘুরে স্থায়ী হোক স্থিতি পাক কথা।

একলব্য

দ্রোণ গুরু, একলব্য শিষ্য তার: এই
একটি কথা।

দ্রোণ

কই,
অর্ঘ্য কই, কই অভ্যর্থনা একলব্য?
শাঁখের মঙ্গলশব্দ মাথায় চাঁদোয়া,
পথে উলুরব-জলধারা?
গুরু কি দাঁড়িয়ে থাকবে দরজায়, উঠোনে?
সাধনার দোরে এসে অবশেষে সিদ্ধি যাবে ফিরে?

একলব্য

এসো-এসো, আকাঙ্ক্ষিত এসো,
পরমবাঞ্ছিত বোসো,
সুখেদুঃখে হাসিমুখে দু-দণ্ড আমার ঘরে থাকো।
বল কোন্ ফলে রুচি, কোন্ জলে হবে বল শুচি,
সুখেদুঃখে হাসিমুখে দু-দণ্ড আমাকে মনে রাখো।

দ্রোণ

...ওরে কাকে রাখি?...

মনে রাখব, একলব্য,
মনে রাখব ধন্য ধনুর্বিদ্যা।

BANGLADARSHAN.COM

মনে রাখব, একলব্য, যেমন মানুষ মনে রাখে
উন্মাদ আনন্দ, মনে রাখে
বুকের বাঁদিকে-বেঁধা ঈর্ষার ঈষৎ কাঁটাটিকে।
দিনের দৈনিক ভিড়ে পথ চলতে থামকে দাঁড়াব,
নিশি-পাওয়া অমানিশি-শ্মশান মাড়িয়ে
মনে রাখব–
দিগ্বিজয়ী অর্জুনের জয়ধ্বনি দিতে গিয়ে চমকে উঠে
স্তব্ধ হয়ে যায়
মনে রাখব, মাছ যথা জলকে মনে রাখে,
মানুষ আপন অস্তিত্বকে।

একলব্য

হিরণ্যধনুর ছেলে একলব্য নিতান্ত নিষাদ:
মনে রেখো।

দ্রোণ

...ওরে মনে,
কাকে রাখি?
আমাকে, না মনের আমিকে–রাখি কাকে?

আমি যদি গুরু, ওরে,
আকাশ আশ্বাস যদি, এই বন ছায়া,
তৃষ্ণার অঞ্জলি নদী, ধর্ম যদি এখনো আশ্রয়,
তবে চল্, একলব্য, এবার আমার সঙ্গে চল্।

একলব্য

কোথায়? কোথায়?

দ্রোণ

একদিন যেখানে গিয়ে পেয়েছিলি ব্যর্থতার বাধা,
যেখানে এবার পাবি লোকারণ্য, পুষ্পমালা, স্বাগত-তোরণ।

একলব্য

সে-ই হস্তিনায়!

BANGLADARSHAN.COM

একবার জন্মালে আর মানুষ ফেরে না জন্মদ্বারে।
গুরু,
যে পথে আমার শুরু সে পথে আমার শেষ নয়!

দ্রোণ

একই বৃত্তে ঘোরে সূর্য, তবু সে-সূর্যও এক নয়,
আজ-কাল-পরশুর সীমানা ডিঙিয়ে সেও হাঁটে:
একই স্রোত, এক নয় তবু;
সেদিনের একলব্য এদিনের নয়,
এ পথ সে পথ নেই আর।

একলব্য

কী মিলবে এইপথের শেষে

দ্রোণ

চল্ হস্তিনায়। অর্জুনের রথের সারথি হবি তুই।
পাণ্ডবের সহচর হবি। হস্তিনানগরে চল্।
রাস্তার দু-ধারে লোক সার দেবে, আঙুল দেখাবে,
বলবে 'জয় জয়।'
চল্ হস্তিনায়। শক্তির চাকায় লাগাবি বীর্যের কাঁধ।
কী আছে এখানে এই পাতার পর্দায়-ঘেরা ঘন বনবাসে।
অতল অজানা থেকে একলাফে উঠবি জনসমুদ্রের
উত্তুঙ্গ চুড়োয়,
খ্যাতি-কুখ্যাতির দোলনা দুলে দুলে, সংঘর্ষের ঘূর্ণির ঘুরপাকে
নতুন জীবন পাবি দ্বিতীয় জন্মের তোরণেতে। চল্ হস্তিনায়।

একলব্য

কুরুবংশ-বটের আওতায় আগাছা-জীবন?
জীবন, আলোকলতা অর্জুনগাছের গায়ে?

দ্রোণ

জীবন সমাজ বেঁধে বাস,
জীবন সভ্যতা;
দূরের ঈর্ষাকে কাছে টেনে নিয়ে চক্ষুলজ্জা দেয়া,

BANGLADARSHAN.COM

প্রতিদ্বন্দ্ব ঢেকে দিয়ে সৌজন্যের খাপে
এক প্রশংসার অংশ নেয়া।

একলব্য

প্রত্যকেটি মুখের ‘জয়’, মুগ্ধ চোখ, উঁচোনো আঙুল
আমাকে দেখাতে গিয়ে কী দেখবে? দেখবে ছায়াশরীর রাষ্ট্র;
পায়ে পায়ে শাস্ত্রী, রাষ্ট্র; রাজবেশ অঙ্গে, রাষ্ট্র;
রাষ্ট্র চলনেবলনে, রাষ্ট্র;
রাষ্ট্র যন্ত্রী, আমি যন্ত্র।—যন্ত্র কি জীবন?
তার চেয়ে বন ভালো, বন।
গায়ে গায়ে মিশে রইব অনেক গাছের ভিড়ে গাছ।
কখনো হরিণ মিলবে, কখনো গোসাপ
ধান হলে ধান, নয়তো বাজরা যব গম
অজন্মার অন্নখোঁটা, নবান্নে মাতাল
অনেক অনেক ভালো বনবাস
এখানে জীবন, আছে জীবন-সোদর স্বাধীনতা।

BANGLADARSHAN.COM

দ্রোণ

আর ক্ষুধা।
বনবাসী, পায়ে তোর ক্ষুধা কেন বেড়ি?
পর্বতপ্রমাণ পিঠে ক্ষুধা?
কেন মুখে গ্রাস তুললে আসে তোরে উপোসী অতিথ?
একটি বিছানা রাত্রে ভাগ করে নেয় কেন ক্ষুধা?

একলব্য

জানি না। কেবল জানি আকাশ বাঁচে না পাখী ছাড়া
টিয়ার পালক ছাড়া টিয়া।
জানি না। তবুও জানি জীবন জীবন যুদ্ধে, যুদ্ধই জীবন
আশ্রয়প্রশ্রয়ে খড়ে জীবন ওখানে ঠুন্‌কো বাসা।

দ্রোণ

ওরে যুদ্ধবিশারদ, যুদ্ধ চায় যদি কুরুরাষ্ট্র?
তৃতীয় পাণ্ডব যদি চায় প্রতিদ্বন্দ্ব?

একলব্য

প্রতিদ্বন্দ্ব দেব!
আমি হব রথ আর প্রতিদ্বন্দ্ব রথী;
জীবন তো ঘোড়সওয়ার, প্রতিদ্বন্দ্ব বল্গাছেঁড়া গতি।

দ্রোণ

ওরে মূর্খ, বীর, মূর্খ, ওরা রাজা! মানুষ না, রাজা!
মানুষে-মানুষে চলে দ্বন্দ্ব, প্রতিদ্বন্দ্ব
সমানে-সমানে প্রতিপক্ষ।
রাজা যদি যুদ্ধ চায় যুদ্ধ আসে দুর্ভাগ্যের মত
কালবৈশাখীর মত সঙ্গে আনে ঝঞ্ঝা-অক্ষৌহিণী–
মাটি থেকে উপড়ে নেয় গ্রাম গোষ্ঠী দেশ জাতি মানুষ মানুষ–
চোখ থেকে চাউনি নেয় মুখ থেকে ভাষা ভালবাসা,
ওড়ায় ছড়ায় শূন্যে হাসিকান্না দিনযাত্রা যেন ছেলেখেলা
খালি শরীর শির্‌শির করে মারীর কঙ্কালস্পর্শে
সারমেয় হাসে, আসে শিবা ও শকুন মন্বন্তর।

BANGLADARSHAN.COM

একলব্য

তবু যুদ্ধেরও বিরুদ্ধে যুদ্ধ আছে,
অত্যাচারের বুকে বিচারের বাঁকানো বিদ্যুৎ।

দ্রোণ

রাজার বিরুদ্ধে! অর্থাৎ বিদ্রোহ!

একলব্য

যখন উৎপাত আসে উৎপাটন নিয়ে
মৃত্যু ছড়িয়ে থাকে পথে-ঘাটে, পৃথিবীর প্রান্তরে প্রান্তরে
হাওয়া হাউহাউ কাঁদে অন্ধকার আকাশের দিকে মুখে করে,
কী ভাবে তখন যেন একটি স্ফুলিঙ্গ জ্বলে মানুষের হৃৎপিণ্ডের পাশে
একটি ঘৃণার মুখ আঁকে নখ নরম মাটিতে
একটি হাতের মুঠো আঁকে–
হাতে হাতে ঘুরে ঘুরে স্ফুলিঙ্গ মশাল হয়
চলে যায় দূরে...দূরে...দূরে
অকস্মাৎ ফিরে আসে আকাশ-উদ্‌ভাস অগ্নি, দাউদাউদাবাগ্নি ফিরে আসে।

ফিরে আসে পিছুপিছু মাটির সবুজ আসে আকাশের নীল।

রাজদ্রোহ বলে একে শৃঙ্খল, শৃঙ্খলা;
একেই বিপ্লব বলে ইতিহাস, ইতিহাস-বাহন মানুষ।

দ্রোণ

আলো যদি না-ই হবে সন্ধ্যার শিয়রে সেবা, স্নিগ্ধ মৃদু শিখা
আলো যদি অগ্নুদ্‌গার, ভয়ঙ্কর খাণ্ডবদাহন–
থাক তবে অন্ধকার, আদিম অনড় অন্ধকার
শান্তি থাক।
সকালে অবগাহন, বিকেলে কলসির জল-গ্রাম গোঁথে গোঁথে
স্রোত যদি না-রুপোলি সুতো
স্রোত যদি ফণা ধরে সূতাশঙ্খ-সাপ
বন্যার বিশাল ধ্বংস যদি স্রোত, উপপ্লব, প্রলয়পয়োধি–
তবে উৎসে ফিরে যাক নদী
থাক শান্তি।

BANGLADARSHAN.COM

একলব্য

কী বলছ গুরু!

দ্রোণ

সাত সমুদ্রের অন্ধকার
তেরোটি রক্তের নদী উজিয়ে এলাম,
আমি দ্রোণ!

একলব্য

কী বলছ গুরু!

দ্রোণ

আমি বলছি আমি দ্রোণ, আমি তোর গুরু
স্বার্থের প্রশ্রয় ধর্ম, সত্য মিথ্যে–আমি তোর গুরু
গুরুর দক্ষিণা চাইছি, শিষ্য একলব্য!

একলব্য

কিছুই আমার নয়: না-ঐশ্বর্য, না-ভাগ্য, না-নাম
কেবল দক্ষিণ হাত আছে, তা-ই দক্ষিণা দিলাম

কেবল আপন কর্ম, দক্ষিণা দিলাম তার ফল
সমুদ্র, তোমারই জন্যে নদী বয়ে আনি এত জল।

দ্রোণ

কেবল দক্ষিণ হাত?...
হাত নয়, একটি আঙুল চাই শুধু।
অনামিকা নয়—অনামিকা নেহাতই অনামা
শোভা আর সৌভাগ্যের জড়োয়া, জড়তা।
কনিষ্ঠা কর্মের নয়, সংসারে-যে কনিষ্ঠা দুলালী।
মধ্যমা প্রকাণ্ড, তবু প্রয়োজনে একমুঠো তার বেশি নয়।
তর্জনী না। খণ্ডিত তর্জনী খালি দ্বিখণ্ডিত সত্যকেই তর্জনী দেখাবে
তর্জনী দেখাবে খালি রক্ত, ভয়, ভবিতব্য
প্রাণপণে তাকে আমি দূরে রাখতে চাই
একটি আঙুল চাই আমি।

একলব্য

BANGLADARSHAN.COM
সে-আঙুলে সাধ্য, সাধ
সে-আঙুল অসাধ্য-সাধনা;
সে-আঙুল আত্মনিবেদন
সে-আঙুল জীবনজয়ের দুঃসাহস
সারাটা জীবন ধরে সে-আঙুলে দিয়েছি-যে বিশ্বাসের ধনুকে টঙ্কার!

দ্রোণ

টান্‌টান প্রত্যাশার ছিল;
তীর কি ফিরবে তূণে, প্রতিজ্ঞা প্রতিজ্ঞাভঙ্গে?

একলব্য

আমার বিশ্বাস!...আমার বিশ্বাস!...আমার বিশ্বাস কাড়বে তুমি?

দ্রোণ

বিশ্বাস!...কাকে? আমাকে?
বিশ্বাস কি পণ্য? ফেরি করে ফিরবি তুই একে-ওকে-তাকে?
দেদার বিলিয়ে দিবি রাজাকে, প্রজাকে?
—বিশ্বাস নিজের জন্যে
বিশ্বাস বলিষ্ঠ পা

পায়ে মাটি

পাড়ায় আগুন লাগলে বিশ্বাস পড়শি
বিশ্বাস বন্ধুর কাঁধে হাত।
সন্দেহের চোরা-চোখই একমাত্র চেনে অচেনাকে
শত্রুকে শত্রুতা চেনে।...
আমাকে বিশ্বাস?

একলব্য

এলাম এ কার কাছে ভাদ্রে-ভরোভরো আশা নিয়ে?
এ কী করলে! তপ্ত জিভে মরুভূমি চেটে নিলে আস্থার অঞ্জলি!
এই-ছিল এই-নেই নদী!
নোঙর ছিঁড়ল, নৌকো কেড়ে নিয়ে গেল কে সে?—ঝড়।
ঝড় নেই, ঝড়ের পাথার তবু।
শীত ছিল শীত নেই। তবু তবু ঝড়ে...ঝড়ে...মরে গেল আশা!

দ্রোণ

BANGLADARSHAN.COM

পালা, পালা, একলব্য, পালা!
যা তুই যেদিকে চোখ চলে।
বল, 'না।' 'না' বল্। শুধু একবার 'না' বল্, আমি ফিরে চলে যাই।
বিবেক ঝিমিয়ে আসে ঝিম্‌ঝিম আফিমের নেশা
প্রচণ্ড ধাক্কায় তাকে জাগা, জাগা—একবার 'না' বল্।
দ্বিধাকে নির্দ্বিধা দে রে, ঝন্‌ঝন ঝাঁকুনি আন্ সংশয়ের শ্লথ স্নায়ু ছিঁড়ে—
'না' বল্ একবার।
পঙ্গুকে জুগিয়ে দে রে সামর্থ্যের লাঠি, আমি ফিরে চলে যাই।

একলব্য

তার চেয়ে একটি আঙুলই নাও তুমি।
সরলতা ঘোমটা টেনে ত্রস্তে অন্তঃপুরে সরে যাক
আতঙ্কে ফেরাক মুখ এমন কি ঘৃণা
একটি আঙুল নাও তুমি।
সূর্য থেকে মাটি পাক প্রাণ
দিনান্তে মাটির বুকে মাথা রেখে সূর্য পাক প্রাণের প্রণয়
বাতাসের জন্যে থাক অন্ধকারে অস্ফুট আলাপ—

দুর্ভাগ্য, তোমার জন্যে একটি আঙুল!

একটি আঙুল নাও তুমি।

দ্রোণ

আমি এক স্বর্ণমৃগ মারীচ, আমার
সামনে পথ আগলে ধর্ম, মনুষ্যত্ব, সত্য অনভিজ্ঞ
সাতরঙা মিথ্যে দেখে সত্য যদি ভোলে, মরীচিকা দেখে পা বাড়ায়
আমার কী দোষ!
ভুলের মাশুল দিতে রক্তদান দিলে মনুষ্যত্ব
কী করতে পারি তার আমি?
আমি এক স্বর্ণমৃগ মারীচ, আমার
পেছনে হাঁ-মুখ ক্ষুধা, উলঙ্গ অভাব।
তাকাতে পারবে না তুমি সে-নির্লজ্জ অভাবের দিকে
ক্ষুধাকে বঞ্চনা দিতে পারবে না, পারবে না-ক্ষুধা
হাসিমুখে তুলে দেয় শিশুকে দুধের প্রবঞ্চনা,
লজ্জা পিতৃত্বকে।
আমি এক স্বর্ণমৃগ মারীচ, আমার
উভয়সঙ্কট।
একলব্য কিংবা রাজা? রাজনীতি নাকি লোকধর্ম?
ধর্ম ধাঁধা, রাজার বন্ধুতা রাজপথ;
বন্ধুতা না দিলে তারা প্রতিদান–রাজকোষ পাই
সত্যকে শিকার করে মিথ্যের শিকার হয়ে বুকে তীর নিয়ে ফিরে যাই।
হার মেনে একলব্য হল বীর, হবে ইতিহাস
আমার কি জয়? আমার কি আত্মগ্লানি! আমার কি যন্ত্রণা, যন্ত্রণা!
কী আমার দোষ!

সম্মিলিত বনবাসী

পৃথিবী ওদের।
চন্দ্রসূর্য দুই ভৃত্য, কথা না-খসাতে ওঠে বসে ছয় ঋতু, দিনরাত্রি
এ-রাত্রি ওদের
আজ রাত্রি কেউটের ছোবল, তার বিষ তার বিষের দাহন নীল রাত্রি
ছলনার চোখ রাত্রি পাষণ্ড হাসির ঠোঁট অনন্ত নরক লাল রাত্রি

BANGLADARSHAN.COM

এ-রাত্রি মূর্ছার তবু এ-মোহমুক্তির রাত্রি
যন্ত্রণার যন্ত্রণাজয়ের রাত্রি
এ-রাত্রির মাঝখানে শুয়ে আছে একলব্য; রক্তস্নানে সম্পূর্ণ মানুষ।

পৃথিবী, ওদের তবু
অনিদ্রায় ভোগে রাজা, প্রহরে-প্রহরে আতঙ্কে ওঠে মন্ত্রী সামন্ত কোটাল
আজ রাত্রে।

আমরা দিলাম সবই, সব:
দিলাম অন্নের থালা দিলাম সুখের শয্যা খাজনা বেগার আবওয়াব;
সমস্ত উগরে দিয়ে গলায় আটকে রইল শুধু জমিটুকু
দিনের খাটুনি দিয়ে রাতটুকু আমার মজুরি
আধখানা হাসি দিয়ে লক্ষ্মীর পা-দুটি আঁকা দাওয়া থেকে দোরে;
ছোটখাট সুখেদুঃখে ঠেকে ঠেকে কেটে যাবে-ভাবলাম-জীবন।
সব দিয়ে রাখলাম বিশ্বাস।
এবার দিলাম দান সহজ বিশ্বাসটুকু: মানুষের এ শেষ দক্ষিণা।

BANGLADARSHAN.COM

পৃথিবী ওদের, তবু
ঈর্ষার শিকার রাজা, জীবিকাশিকারী মন্ত্রী সামন্ত কোটাল-গোনে কাল
আজ রাত্রে।

আজ রাত্রি একলব্য প্রতীক্ষায়।
অন্ধ অন্ধ অন্ধকার অন্ধকার লেপটে থাকে গায়ে-পায়ে, তবু
আজ রাত্রি ভোরের আগের শেষরাত্রি।
বাঘের চোখের মত এ-রাত্রে দরজায় জাগি বাপ
ভাই ঘুরি হরিণ-নিঃশব্দে পায়ে
বুক পেতে রাখি বোন অর্ধেক আঁচলে,
আর
অসহ্য আনন্দ কান্না উন্মাদ যন্ত্রণা কান্না—উঠি-বসি বসি-শুই
ছটফট-ছটফট করি মা—

কখন কখন আসবে! কে? সে!
কখন বাতাস বন্ধ চোখ ধন্দ কখন চিৎকার চিরবে চরাচর ভাসবে

রক্তের থৈথৈ ভাসবে পূর্ব ও পশ্চিম ভাসবে উত্তর দক্ষিণ
আসবে আলো আসবে আলো:
সংসারের কেন্দ্রে কবে, কবে-যে দোলনায় দুলবে অন্য এক শিশু, ভবিষ্যৎ!

॥সমাপ্ত॥

BANGLADARSHAN.COM